



সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় অর্থনীতি বনাম ইসলামি অর্থনীতি

অর্থনীতির প্রাথমিক ধারণা	৩৫
অর্থনীতির শাব্দিক পরিচয়	৩৬
ক. আরবি ভাষায় অর্থনীতি	৩৬
অর্থনীতির প্রাচীন আরবি শব্দ	৩৮
খ. বাংলা ভাষায় অর্থনীতি	৩৯
গ. ইংরেজি ভাষায় অর্থনীতি	৪০
অর্থনীতির শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা	৪০
বিখ্যাত মুসলিম অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে অর্থনীতি	৪০
সংজ্ঞা পর্যালোচনা	৪২
ইসলামি অর্থনীতি	৪৩
কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে ‘ইসলামি অর্থনীতি’	৪৪
ফিকহুল মুআমালাত পরিচিতি	৪৬
আভিধানিক অর্থ	৪৬
পরিভাষায় ফিকহুল মুআমালাত	৪৭

ইসলামি অর্থনীতি ও ফিকহুল মুআমালাত	৪৯
অর্থনীতির সূচনা ও ক্রমবিকাশ	৫১
অর্থনীতির সূচনা	৫১
ইসলামি অর্থনীতির সূচনা ও ক্রমবিকাশ	৫১
মানবরচিত অর্থশাস্ত্র	৫২
পুঁজিবাদ	৫৩
পুঁজিবাদের মূলকথা	৫৩
পুঁজিবাদের উদ্ভব	৫৩
সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদ : শুধু খোলস পরিবর্তন	৫৫
পুঁজিবাদের চেতনা	৫৬
পুঁজিবাদের চরিত্র	৫৭
পুঁজিবাদ যে কারণে একটি ব্যর্থ অর্থব্যবস্থা	৫৭
সমাজতন্ত্র : পুঁজিবাদের ভিন্ন রূপ	৫৮
সমাজতন্ত্রের মূলকথা	৫৮
মার্ক্সবাদ	৫৯
মার্ক্সবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৫৯
সমাজতন্ত্র যে কারণে পুঁজিবাদের চেয়েও ভয়াবহ	৫৯
সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদ	৬১
ইসলামি অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা	৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয় এবং চুক্তির খেরোখাতা

ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি	৬৭
আভিধানিক পরিভাষা	৬৭
ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা	৬৮
ক্রয়-বিক্রয়ের শারয়ি মূলনীতি	৬৯

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান	৬৯
ক্রয়-বিক্রয়ের শিষ্টাচার	৭০
চুক্তির পরিচয়	৭২
চুক্তির মূলকথা	৭৪
ফিকহের পরিভাষায় চুক্তি	৭৪
সংজ্ঞা পর্যালোচনা	৭৪
আকদ : একটি গভীর বিশ্লেষণ	৭৬
ব্রিটিশ আইনে চুক্তির মর্ম	৭৮
সম্মতি ও চুক্তি : সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়	৭৯
চুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ	৮১
চুক্তির রুকন	৮৪
ইজাব-কবুল	৮৫
চুক্তির পক্ষদ্বয়	৮৫
১. প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা আলাদা পক্ষ হতে হবে	৮৬
২. চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের চুক্তির যোগ্যতা থাকা	৮৬
সুবোধ শিশু	৮৬
আইনগত সত্তা	৮৮
প্রচলিত আইন	৮৯
চুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র	৮৯
চুক্তির উদ্দেশ্য	৯১
চুক্তির শর্তসমূহ	৯২

তৃতীয় অধ্যায়

ইজাব-কবুলের নানাদিক

ইজাব-কবুল পরিচিতি	৯৫
ইজাব-কবুলের মূল	৯৫

ইজাব ও কবুল পরিচিতি	৯৭
ইজাব (Offer)	৯৭
কবুল (Acceptance)	৯৮
ইজাব-কবুল সঠিক হওয়ার নীতিমালা	১০০
১. ইজাব-কবুলের জন্য উপযুক্ত শব্দ বা আচরণ	১০০
ইজাব-কবুলের জন্য যে আচরণগুলো যথেষ্ট নয়	১০৩
২. চুক্তি করার যোগ্যতা থাকা (Capacity to Contract)	১০৪
৩. চুক্তিকারী পৃথক দুটি পক্ষ হওয়া	১০৪
৪. ইজাবের অনুকূলে (Favorable) কবুল হওয়া	১০৪
ইজাব-কবুলের ভিন্নতা	১০৫
পালটা প্রস্তাব ও প্রচলিত চুক্তি-আইন	১০৬
৫. ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হওয়া	১০৭
মজলিস (Session) দ্বারা উদ্দেশ্য	১০৭
চুক্তির ধরন অনুযায়ী মজলিস ভিন্ন বা অভিন্ন হওয়ার স্বরূপ	১০৮
ক. মৌখিক ইজাব-কবুল	১০৮
খ. লিখিত ইজাব-কবুল	১০৯
৬. ইজাব ও কবুলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বহাল থাকা	১১৩
ইজাব ও কবুল আদায়ের পদ্ধতি	১১৫
বস্তুর মাধ্যমে	১১৫
শুধু চূপ থাকা যথেষ্ট নয়	১১৬
লেখার মাধ্যমে	১১৬
আচরণের মাধ্যমে	১১৭
বাই বিত-তাআতির প্রকার	১১৮
ইসলামি ব্যাংকিং ও বাই বিত-তাআতি	১১৮
বাই বিত-তাআতির প্রায়োগিক উদাহরণ	১১৯

প্রস্তাব ও প্রস্তাবের আমন্ত্রণ	১২০
প্রস্তাবের আমন্ত্রণ	১২০
প্রস্তাবের আমন্ত্রণ যেভাবে প্রস্তাবে রূপ নেয়	১২১
দেশীয় চুক্তি-আইন	১২২
প্রায়োগিক উদাহরণ	১২৩
অটো মেশিন	১২৩
অ্যাপভিভিক রাইডিং শেয়ারে ইজাব-কবুল নির্ণয়	১২৩
যেভাবে প্রদান করা হয় রাইড শেয়ারিং সেবা	১২৪
অনলাইন শপিং	১২৫
একটি উদাহরণ : প্রস্তাব, প্রস্তাবের আমন্ত্রণ ও পালটা প্রস্তাব	১২৫
কেনাবেচা শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্তসমূহ	১২৬

চতুর্থ অধ্যায়

ইকাল্লা : বিক্রীত মাল ফেরত নিন!

ইকাল্লা : পরিচিতি, তাৎপর্য ও প্রয়োগ	১৩৩
চুক্তি রহিত করার কারণ	১৩৪
ইকাল্লা পুনরায় ক্রয়-বিক্রয়, নাকি পূর্বের চুক্তি রহিতকরণ	১৩৪
ইকাল্লা সম্ভব না হলে	১৩৫
ইকাল্লা সহিহ হওয়ার শর্তাবলি	১৩৫
যেসব কারণে ইকাল্লা বাতিল হয়ে যায়	১৩৬
ইকাল্লা বৈধ হওয়ার দলিল	১৩৬
আমাদের সমাজে ইকাল্লার প্রয়োগক্ষেত্র	১৩৭

পঞ্চম অধ্যায়

চুক্তির দাঁড়িপাল্লায় ফাসিদ ও বাতিল

বাতিল ও ফাসিদ চুক্তি	১৪১
----------------------	-----

বাতিল ও ফাসিদ তত্ত্ব	১৪১
মতভেদের কারণ	১৪১
দুই ইজতিহাদের মধ্যে তুলনা	১৪৪
বাতিল চুক্তি : পরিচিতি ও তাৎপর্য	১৪৫
আভিধানিক অর্থ ও ক্রমবিকাশ	১৪৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা ও তাৎপর্য	১৪৬
কোনো কিছু 'বাতিল' হওয়ার মানদণ্ড	১৪৬
মৌলিক উপাদানে শারিয়াপরিপন্থি আচরণের অর্থ	১৪৭
মূল চুক্তিতে শারিয়া-নিষিদ্ধ উপাদান থাকা	১৪৭
১. মালিকানাধীন নয় এমন বস্তু বিক্রয় করা	১৪৭
২. চুক্তির মূলে গারার থাকা	১৪৮
৩. চুক্তির মূলে কিমার থাকা	১৫০
কিমার ও গারার	১৫২
কিমার পাওয়া গেলে চুক্তি ফাসিদ থাকবে, নাকি বাতিল হয়ে যাবে	১৫৩
ইজাব-কবুল ও চুক্তি সঠিক না হওয়া	১৫৬
পণ্য শরিয়তসম্মত না হওয়া	১৫৬
বাতিলের আরও একটি কারণ	১৫৭
এক নজরে চুক্তি বাতিল হওয়ার উপাদানসমূহ	১৫৭
ক্রয়-বিক্রয়ের বাইরে বাতিলের উদাহরণ	১৫৭
বাতিলের বিধান ও প্রভাব	১৫৮
ক. বিয়ে-চুক্তি	১৫৮
খ. পণ্যের জিম্মা	১৫৯
গ. এক জায়গার বাতিল চুক্তি অন্য জায়গায় সঠিক হয়ে যাওয়া	১৫৯
বাতিল লেনদেনের কিছু বৈশিষ্ট্য	১৬০
বাতিল লেনদেনের প্রকারভেদ	১৬০

ফাসিদ চুক্তি : পরিচিতি ও তাৎপর্য	১৬২
ফাসিদ-বাতিলের বিভাজন ও প্রয়োগক্ষেত্র	১৬৪
বিশেষ দুটি ক্ষেত্র	১৬৪
ফাসিদ লেনদেন নির্ণয়ের মানদণ্ড	১৬৫
১. জাহালাহ বা অজ্ঞতা (Lack of Knowledge)	১৬৬
ক. মূল্যে	১৬৬
খ. পণ্যে	১৬৭
গ. মেয়াদে	১৬৭
ঘ. নিরাপত্তা ও সিকিউরিটিতে	১৬৭
২. পণ্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা (البيع قبل القبض)	১৬৮
৩. পণ্য অর্পণে অক্ষম হওয়া (عدم القدرة على التسليم)	১৬৯
অর্পণে অক্ষমতার বিভিন্ন প্রয়োগ	১৭০
একটি প্রাচীন উদাহরণ ও এর পর্যালোচনা	১৭২
আধুনিক কিছু প্রয়োগ	১৭৫
৪. অল্প গারার (Uncertainty)	১৭৫
৫. কোনো এক পক্ষের স্বার্থে শর্তারোপ	১৭৬
৬. অযাচিত হস্তক্ষেপ	১৭৭
ফাসিদ লেনদেনের বিধান ও ফলাফল	১৭৭
ফাসিদ-নীতির সার্থকতা	১৮৩
ফাসিদ-নীতি ও প্রচলিত চুক্তি আইন	১৮৩
ফাসিদ থেকে সহিহ চুক্তিতে রূপান্তর	১৮৪
ফাসিদ ও বাতিল চুক্তির মধ্যে পার্থক্য	১৮৪
প্রচলিত আইনে বৈধ ও বাতিল চুক্তি : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	১৮৫
ব্রিটিশ আইনে বৈধ ও বাতিল চুক্তি	১৮৫
ক. বৈধ চুক্তি বা সম্মতি (Valid Contract or Agreement)	১৮৫
খ. বাতিল চুক্তি (Invalid Contract)	১৮৬

প্রথম কারণ : ভুল (Mistake)	১৮৬
দ্বিতীয় কারণ : অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন	১৯০
তৃতীয় কারণ : অনিশ্চিত চুক্তি	১৯১
ব্রিটিশ আইনে সম্পাদিত ও সম্পাদনীয় চুক্তির প্রকারভেদ	১৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রচলিত ভোক্তা অধিকার বনাম ইসলামি ভোক্তা অধিকার

প্রচলিত ভোক্তা অধিকার আইন বনাম ইসলামি ভোক্তা অধিকার আইন	১৯৫
ইসলামে ভোক্তা অধিকার আইন	১৯৬
মানবরচিত ভোক্তা অধিকার আইন : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	১৯৬
ইসলামে ভোক্তা অধিকার আইন : একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র	২০০
খিয়ারুল মজলিস : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান	২০৩
খিয়ারুশ শর্ত : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান	২০৫
খিয়ারুশ শর্তের দাবি	২০৭
যাদের জন্য খিয়ারুশ শর্ত করা যায়	২০৭
খিয়ারুশ শর্তের শর্তসমূহ	২০৮
খিয়ারের সময়সীমা	২০৮
কৃত চুক্তি বহাল রাখা বা রহিত করার প্রক্রিয়া	২০৯
খিয়ারুশ শর্ত যেসব কারণে রহিত হয়ে যায়	২১০
খিয়ারুশ শর্তে পণ্য বা মূল্য প্রদান	২১১
খিয়ারুশ শর্ত চলাকালে পণ্য ব্যবহার	২১১
খিয়ারুশ শর্ত চলাকালে পণ্যের মালিকানা	২১১
পণ্যে অতিরিক্ত সংযোজন	২১২
পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়া	২১৩
খিয়ার ক্রেতার	২১৩

খিয়ার বিক্রেতার	২১৩
অর্থের বিনিময়ে খিয়ার রহিত করা	২১৪
খিয়ার চলাকালে পণ্য ভোগের শর্তারোপ	২১৪
ক্রেতা-বিক্রেতার মতবিরোধ হলে করণীয়	২১৪
খিয়ারুশ শর্তে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ	২১৫
প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় খিয়ারুশ শর্তের প্রয়োগ	২১৫
খিয়ারুত তায়িন : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান	২১৭
খিয়ারুত তায়িন ও খিয়ারুশ শর্তের মিল-অমিল	২১৭
খিয়ারুত তায়িনের বিধান	২১৮
খিয়ারুত তায়িনের বিভিন্ন শর্ত ও সুবিধা	২১৮
যেসব কারণে খিয়ারুত তায়িন রহিত হয়ে যায়	২১৯
উত্তরাধিকার-সূত্রে খিয়ারুত তায়িন পাওয়া	২১৯
খিয়ারুন নাক্দ : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান	২২০
খিয়ারুন নাক্দের মৌলিক বিধান	২২১
খিয়ারুর রুইয়াহ : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান	২২৩
খিয়ারুর রুইয়াহর মূলকথা	২২৩
বিক্রেতারও কি খিয়ারুর রুইয়াহ থাকতে পারে?	২২৪
রুইয়াহর উদ্দেশ্য	২২৫
কিছু উদাহরণ	২২৫
খিয়ারুর রুইয়াহ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ	২২৮
খিয়ারুর রুইয়াহর মৌলিক বিধান	২২৮
খিয়ারুর রুইয়াহ যেসব কারণে বাতিল হয়ে যায়	২২৮
খিয়ারুর রুইয়াহর কিছু আধুনিক প্রয়োগ	২৩০
ই-কমার্স বিজনেস	২৩০
১. অনলাইন থেকে বই ক্রয়	২৩১

২. অনলাইন থেকে গরু ক্রয়	২৩১
৩. হোম ডেলিভারির শর্তারোপ	২৩১
খিয়ারুল আইব : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান	২৩৩
পণ্যের দোষ গোপন করা	২৩৩
খিয়ারুল আইবের প্রামাণ্যতা	২৩৫
খিয়ারুল আইবের যৌক্তিকতা	২৩৬
খিয়ারুল আইব ও মানবরচিত আইন	২৩৬
ক্রেতা কখন পণ্য ফেরত দিতে পারে?	২৩৭
ক্রেতা সাবধান নীতির বাস্তবায়ন	২৩৭
শারিয়া পর্যালোচনা	২৩৭
বাংলাদেশের আইন	২৩৮
খিয়ারুল আইব বলতে যা বোঝায়	২৩৮
দোষ বা Defect বলতে কী বোঝায়?	২৩৮
দোষ প্রমাণিত হলে যেসব শর্তে ক্রেতার জন্য অধিকার সাব্যস্ত হবে	২৪০
ক্রেতার হাতে পণ্য হস্তান্তর করার পর দোষ প্রকাশ পেলে	২৪১
পণ্য ফেরত দেওয়ার খরচ কে বহন করবে?	২৪৪
বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যের দোষ দূরীকরণের চেষ্টা	২৪৫
পণ্যের যাবতীয় দোষ থেকে দায়মুক্তির শর্তে বিক্রয় (بيع البراءة)	২৪৬
বাইউল বারাআহর পরিচয়	২৪৬
চুক্তির পর পণ্য হস্তান্তরের আগে বিক্রেতার কাছে দোষ সৃষ্টি হলে করণীয়	২৫০
সজ্ঞানে দোষ গোপন করার পর দায়মুক্তির শর্তারোপ	২৫১
দায়মুক্তির শর্ত কার্যকর হওয়ার জন্য যা দরকার	২৫২
বিক্রীত মাল ফেরত নেওয়া হয় না : শারিয়ি পর্যালোচনা	২৫২
আধুনিক লেনদেনে বারাআহ প্রয়োগ	২৫৪
খিয়ারুল ওয়াসফ : পরিচিতি ও তাৎপর্য	২৫৫

গুণ না থাকা ও দোষ থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়	২৫৫
কাঙ্ক্ষিত গুণ শারিয়া আইনে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ	২৫৬
ক্রেতার অধিকার	২৫৬
কার জন্য কী খিয়ার রয়েছে	২৫৮
যেসব খিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ হয় অথবা হয় না	২৫৮

সপ্তম অধ্যায়

রিবা : ‘তোমরা সুদ খেয়ো না!’

রিবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	২৬১
রিবার পরিচয়	২৬১
রিবা ও অন্যান্য শব্দের মধ্যে তুলনা	২৬৩
কুরআনুল কারিমে রিবা শব্দের ব্যবহার	২৬৪
ইসলামি ফিকহে রিবা	২৬৪
ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থে রিবার পরিচয়	২৬৫
রিবা : সংজ্ঞায়নের জটিলতা	২৬৯
রিবার তাৎপর্য	২৭০
রিবার পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ	২৭২
রিবাল কুরআন	২৭৫
জাহিলি যুগে প্রচলিত রিবা	২৭৫
রিবাল জাহিলিয়ার তাৎপর্য	২৭৮
রিবান নাসিয়া : পরিচিতি ও প্রয়োগ	২৭৯
রিবান নাসিয়ার পরিচিতি	২৭৯
রিবান নাসিয়ার মূলকথা	২৮০
রিবান নাসিয়ার পরিধি	২৮০
রিবান নাসিয়ার প্রকারভেদ	২৮১

রিবাল কর্জ : পরিচিতি ও তাৎপর্য	২৮২
রিবাল কর্জের মূলকথা	২৮৩
রিবাল কর্জের পরিধি	২৮৩
রিবাদ দাইন : পরিচিতি ও তাৎপর্য	২৮৬
রিবাদ দাইনের মূলকথা	২৮৮
রিবাদ দাইন : পরিধি ও প্রকার	২৮৮
সমাজে প্রচলিত রিবাব প্রায়োগিক দিকসমূহ	২৮৯
রিবাল বুযু	২৯১
রিবাল বুযু নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল	২৯২
হাদিসের মূল নিষেধাজ্ঞা	২৯৩
হাদিসে বর্ণিত লেনদেনের শ্রেণিকরণ	২৯৩
একটি সহজ মূলনীতি	২৯৪
একটি বিশ্লেষণধর্মী ছক	২৯৫
রিবাল বুযুর তাৎপর্য	২৯৫
রিবাল বুযু নিষিদ্ধ হওয়ার নেপথ্যে	২৯৬
রিবাল-বুযুর প্রকারভেদ	২৯৯
রিবাল ফযল ও রিবান নাসা	২৯৯
অন্যান্য দ্রব্যে রিবাল বুযুর প্রয়োগ	৩০০
অন্যান্য দ্রব্যে রিবাল বুযুর বিধান	৩০০
ইজতিহাদের একটি কালজয়ী সূত্র	৩০২
রিবাল বুযুর হাদিস ও তাখরিজুল মানাত (Externalization)	৩০৩
ক. সমজাতীয় ও পরিমেয় হওয়া (الجنس مع القدر)	৩০৩
একটি বিশ্লেষণধর্মী ছক	৩০৫
খ. বিনিময়-মাধ্যম ও খাবারজাতীয় দ্রব্য হওয়া	৩০৬
গ. বিনিময়-মাধ্যম ও বিশেষ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য হওয়া	৩০৮

রিবাল ফযল	৩১৪
রিবাল ফযলের মূলকথা	৩১৪
সমজাতীয় হওয়ার অর্থ	৩১৪
পরিমেয় হওয়ার অর্থ	৩১৬
পরিমেয় বোঝার উপায়	৩১৬
নববি যুগে প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি ও পরবর্তী প্রচলন	৩১৭
গম ও আটার লেনদেন	৩১৮
কোনো বস্তু পরিমেয় হওয়ার শারয়ি অর্থ কী?	৩১৯
পরিমেয় বস্তু ভিন্ন ও অভিন্ন হওয়া	৩১৯
শর্তের ভিত্তিতে অতিরিক্ত লেনদেন	৩১৯
সমজাতীয় দ্রব্য বিনিময়ের শারয়ি বিকল্প	৩১৯
রিবান নাসা	৩২১
রিবান নাসা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ	৩২২
বাকি লেনদেন শুদ্ধ হওয়ার শর্ত	৩২৩
সমজাতীয় হওয়াই বাকি লেনদেন নিষেধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট	৩২৩
রিবান নাসার প্রকার ও প্রয়োগক্ষেত্র	৩২৩
রিবান নাসা ও কর্জের লেনদেন	৩২৪
রিবান নাসা ও রিবান নাসিয়ার পার্থক্য	৩২৫
রিবাল ফযল : আমাদের সমাজে এর প্রয়োগ	৩২৫
ধানের বিনিময়ে ধান	৩২৫
পুরোনো পাতিলের বিনিময়ে নতুন পাতিল	৩২৬
রিবাল ফযলের সাথে সাদৃশ্য রাখে, কিন্তু আদতে রিবাল ফযল নয়	৩২৬
পুরোনো কাপড়ের বিনিময়ে পণ্যের লেনদেন	৩২৬
পুরোনো সোনার বিনিময়ে নতুন সোনার লেনদেন	৩২৬
মোবাইল রিচার্জ করা	৩২৭

ধানের সাথে চালের লেনদেন	৩২৭
রিবান নাসা : আমাদের সমাজে এর প্রয়োগ	৩২৮
ধানের বিনিময়ে ধান	৩২৮
নতুন ও পুরোনো ধান	৩২৮
সবজির বিনিময়ে সবজি	৩২৯
আলুর বিনিময়ে ধান	৩২৯
রিবান নাসার সাথে সাদৃশ্য রাখে, কিন্তু রিবান নাসা নয়	৩৩০
লবণের বিনিময়ে লবণ	৩৩০
টাকার বিনিময়ে সোনার বাকিতে লেনদেন	৩৩০

অষ্টম অধ্যায়

সরফ চুক্তির নানাদিক

সরফ চুক্তি	৩৩৩
বাই সরফ : পরিচিতি ও বিধান	৩৩৩
সরফের প্রয়োগক্ষেত্র	৩৩৩
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩৩৪
‘সরফ’ লেনদেনের প্রকার	৩৩৫
সরফ লেনদেন সঠিক হওয়ার মৌলিক শর্তাবলি	৩৩৫
১. তাকাবুয (Both Possession)	৩৩৫
পৃথক হওয়ার অর্থ	৩৩৬
হস্তগত করার অর্থ	৩৩৬
ঋণ ও সরফ লেনদেন	৩৩৭
২. সমজাতীয় জিনিসে পরিমাণ-সমতা বা Similarity (তামাছুল)	৩৩৮
৩. থিয়ারুশ শর্ত (Optional condition) না থাকা	৩৩৯
৪. Deferred payment না থাকা	৩৩৯
সরফ লেনদেন ও রিবাফ ফযল : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৩৩৯

সরফ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা	৩৪০
স্বর্ণালংকার ধার দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া বৈধ	৩৪১
সোনার ছাই বা মাটি ক্রয়-বিক্রয়	৩৪২
কারিগর ও সোনা-ব্যবসায়ী	৩৪২
ফুলুস ও সরফ লেনদেন	৩৪২
প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা ও সরফ লেনদেন	৩৪৪
প্রথম মতের কিছু জটিলতা	৩৪৬
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	৩৪৭

নবম অধ্যায়

চুক্তির রকমফের : মুরাবাহা, সালাম, ইস্তিসনা

মুরাবাহা : পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য	৩৫১
মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য	৩৫৫
মুরাবাহার বিধান	৩৫৬
মুরাবাহার তাৎপর্য	৩৫৮
মুরাবাহা ও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির পার্থক্য	৩৫৯
মুরাবাহা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান	৩৬১
মুরাবাহায় খেয়ানত	৩৬৪
ইসলামি ব্যাংকিং মুরাবাহা	৩৬৪
ব্যাংকিং মুরাবাহার নাম	৩৬৫
ব্যাংকিং মুরাবাহা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	৩৬৬
ব্যাংকিং মুরাবাহা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি	৩৬৭
যে ধাপটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে উপেক্ষিত	৩৬৮
সালাম চুক্তি : পরিচিতি, বিধান ও শর্তাবলি	৩৬৯
সালাম চুক্তি কী?	৩৬৯
সালাম চুক্তি বলতে যা বোঝায়	৩৭০

সালাম চুক্তির তাৎপর্য	৩৭০
সালাম চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা	৩৭১
সালাম চুক্তির বৈধতা	৩৭১
সালাম কীসে হতে পারে?	৩৭২
সালাম চুক্তির মূল উপাদান	৩৭৩
সালামের মূল চুক্তি	৩৭৩
সালাম চুক্তির মূলধন বা মূল্য	৩৭৩
সালাম চুক্তির পণ্য	৩৭৪
সালাম চুক্তির মেয়াদ	৩৭৮
পণ্য অর্পণের স্থান	৩৭৮
প্যারালাল সালাম	৩৭৮
সালামের কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ	৩৮০
ইসলামি ব্যাংকিংয়ে সালাম চুক্তি	৩৮০
যেভাবে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়	৩৮০
মাইক্রো ক্রেডিট ফাইন্যান্স ও সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি	৩৮১
ইস্তিসনা চুক্তি : পরিচয়, বিধান ও প্রয়োগ	৩৮৪
ইস্তিসনা চুক্তির বৈধতা	৩৮৫
ইস্তিসনার প্রয়োগক্ষেত্র	৩৮৬
সালাম ও ইস্তিসনার মধ্যে পার্থক্য	৩৮৬
ইজারা ও ইস্তিসনার মধ্যে পার্থক্য	৩৮৭
ইস্তিসনা চুক্তি কীভাবে বাস্তবায়ন হবে?	৩৮৮
ইস্তিসনা চুক্তি কি অনিবার্য চুক্তি?	৩৮৮
অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চুক্তি কখন অনিবার্য হবে?	৩৮৯
অর্ডার গ্রহণকারীর দায়িত্ব	৩৯০
ইস্তিসনা চুক্তির শারয়ি অবস্থান (Classification)	৩৯২

ইস্তিসনা চুক্তির মূল উপাদান	৩৯২
১. ইস্তিসনার মূল চুক্তি	৩৯২
২. ইস্তিসনা চুক্তির পণ্য	৩৯৩
৩. ইস্তিসনা মূল্য	৩৯৫
প্যারালাল ইস্তিসনা	৩৯৬
ইস্তিসনা চুক্তির প্রায়োগিক উদাহরণ	৩৯৬
ইসলামি ব্যাংকিংয়ে ইস্তিসনা চুক্তি	৩৯৭

দশম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

সাফকা ফি সাফকা	৪০১
শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়	৪০১
সাফকা ফি সাফকার তাৎপর্য	৪০২
হাদিসের আলোকে সাফকা ফি সাফকা	৪০২
হাদিসের প্রয়োগ	৪০৩
নিষিদ্ধতার 'ইল্লাত' বা 'কারণ'	৪০৪
চুক্তি একত্রীকরণ (Combination) এর পদ্ধতি	৪০৫
মূল চুক্তির পূর্বে সমঝোতা করে নেওয়া (Prior Agreement)	৪০৫
কী উদ্দেশ্যে তা করা হয়?	৪০৬
সমঝোতা বা Prior Agreement এর বৈশিষ্ট্য	৪০৬
সরাসরি মূল চুক্তিতে শর্তারোপ করা	৪০৭
এক নজরে চুক্তি একত্রীকরণের পদ্ধতিসমূহ	৪০৮
এক নজরে চুক্তি একত্রীকরণ বৈধ হওয়ার মানদণ্ড	৪০৮
চুক্তি একত্রীকরণে কিছু বিষয়ে বুখসত ও ছাড়	৪০৯
প্রায়োগিক উদাহরণ	৪১০
এমএলএম পদ্ধতি	৪১০

এমএলএম পদ্ধতি কী?	৪১০
এমএলএম পলিসিতে বিপণন ও কমিশন বণ্টন পদ্ধতি	৪১৩
এমএলএম ও প্রচলিত দেশীয় আইন	৪১৫
অদৃশ্য পণ্য বা সেবা নিষিদ্ধ	৪১৬
বাইআহ ফি বাইআহ চুক্তি	৪১৯
ব্যাখ্যা	৪১৯
প্রথম ব্যাখ্যা	৪২০
দ্বিতীয় ব্যাখ্যা	৪২২
সাফকা ফি সাফকা ও বাইআতাইন ফি বাইআতিন-এক না ভিন্ন?	৪২২
বিনিয়োগ পদ্ধতি : শিরকত (অংশীদারত্ব)	৪২৫
শিরকত পরিচিতি	৪২৫
শিরকতের প্রকারভেদ	৪২৬
শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ	৪২৭
শিরকাতুল মুফাওয়াযা (সমঅংশীদারি কারবার)	৪২৮
শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারি কারবার)	৪২৯
শিরকাতুল আমাল	৪৩০
শিরকাতুল আমাল পরিচিতি	৪৩০
শিরকাতুল আমালের গুরুত্ব	৪৩১
শিরকাতুল আমালের পুঁজি	৪৩১
বাহ্যত শিরকাতুল আমাল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়	৪৩৫
শিরকাতুল আমওয়াল	৪৩৭
শিরকাতুল আমওয়ালের পরিচিতি	৪৩৭
শিরকাতুল আমওয়ালের তাৎপর্য	৪৩৭
ব্যবসার পুঁজি	৪৩৮
১. ব্যবসার পুঁজি হিসেবে বস্তু বা দ্রব্য প্রদান	৪৩৮

২. মূলধন সংমিশ্রিত হওয়া কি আবশ্যিক?	৪৩৯
ব্যবসা	৪৪০
মুনাফা বণ্টন নীতিমালা	৪৪০
লোকসান বহনের নীতিমালা	৪৪২
শিরকাত চুক্তির সমাপ্তি	৪৪২
শিরকাতুল আমওয়ালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে শিরকাতুল আমওয়াল নয়	৪৪৩
শিরকাতুল উজুহ	৪৪৫
শাদিক ও পারিভাষিক পরিচয়	৪৪৫
শিরকাতুল উজুহের পরিচিতি	৪৪৫
শিরকাতুল উজুহের তাৎপর্য	৪৪৬
প্রচলিত কিছু উদাহরণ	৪৪৭
মুদারাবা : পরিচিতি, প্রকার ও বিধান	৪৪৮
মুদারাবা কী?	৪৪৮
মুদারাবার মূলনীতি	৪৪৯
মুদারাবার পরিভাষাসমূহ	৪৪৯
মুদারাবার প্রকার	৪৫০
মুদারাবার মৌলিক কিছু নীতিমালা	৪৫১
মুদারাবার বুনিয়াদি বিষয়	৪৫১
ক. মুদারাবা চুক্তি	৪৫১
খ. রাক্বুল মাল	৪৫২
গ. মুদারিব	৪৫৩
ঘ. মুদারাবায় লাভ-লোকসান বণ্টন নীতিমালা	৪৫৪
ঙ. পুঁজি	৪৫৭
চ. ব্যবসায়িক কাজ	৪৫৮
মুদারাবার ব্যয় নির্বাহ নীতিমালা	৪৫৯

ফাসিদ (Void) মুদারাবার বিধান	৪৫৯
মুদারাবা নিঃশেষ করা	৪৫৯
মুদারাবার আধুনিক প্রয়োগ	৪৬০
মুদারাবা মুনতাহিয়া বিত-তামলিক (M. M. T.)	৪৬০
মুদারাবায় ঝুঁকি হ্রাস	৪৬০
মুদারাবায় Undertaking	৪৬১
অ্যাওফি থেকে মুদারাবা	৪৬১
অধ্যয়ন গতিশীল করার উপায়	৪৬২
গ্রন্থপঞ্জি	৪৬৬
লেখক পরিচিতি	৪৭২





অর্থনীতির সূচনা ও ক্রমবিকাশ

অর্থনীতির সূচনা

মানুষমাত্রই সম্পদের মুখাপেক্ষী। মানুষ ও সম্পদ—এ দুটিকে ঘিরেই অর্থনীতির আলোচনা। সুতরাং বলা যায়, পৃথিবীতে প্রথম যেদিন মানুষের পা পড়েছে, সেদিন থেকেই অর্থনীতির সূচনা হয়েছে।^[১]

ইসলামি অর্থনীতির সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের প্রথম যুগে^[২] অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিধি ছিল খুবই সীমিত। তখন কৃষি ও ব্যবসাই ছিল অর্থনীতির মূল অনুষ্ঠান। তবে অদূর ভবিষ্যতে যেহেতু এটি বিস্তৃত রূপ লাভ করবে, তাই আল্লাহ তাআলা তখনই কুরআনুল কারিমে এর মৌলিক ধারণা ও বুনীয়াদি নীতিমালা বলে দেন। পরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সেগুলোর প্রয়োগ শেখান, কুরআনের আলোকে নিজেও

তাদের অনেকে আবার আধুনিক ইসলামি অর্থনীতিতে সেভাবে দক্ষতা রাখেন না। এর একটি কারণ আমার কাছে এটি মনে হয়—ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে যেখানে পড়ানো হয়, সেখানে ফিকহুল মুআমালাত নিয়ে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। আবার ফিকহুল মুআমালাত যেখানে পড়ানো হয়—যেমন ফতোয়া বিভাগ—সেখানে ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে আলাদা করে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে না। এর একটি যৌক্তিক কারণ হলো, মূলত বাস্তব অর্থে এ দুটি বিষয় বর্তমানে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি শাস্ত্র রূপ ধারণ করেছে, যা একইসাথে পড়ানো কঠিন। অবশ্য অল্প সংখ্যক এমন শারিয়া বিশেষজ্ঞ স্কলার এখনো আছেন, যারা উভয় বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রাখেন।

[১] অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি অধর্মের লেখা *ইসলামি অর্থনীতির সহজপাঠ* গ্রন্থে। এখানে এ বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

[২] ৬১০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ

কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেন এবং দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ ও লেনদেনের মাধ্যমে সেগুলোকে প্রায়োগিক রূপ দেন।

সাহাবিগণ সেগুলো সংরক্ষণ করেন। তাদের পরে এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তাবিয়িগণ। এভাবে প্রজন্ম-পরম্পরায় ইসলামি অর্থনীতি সংরক্ষিত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে এসে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এসময়ে ইসলামি অর্থনীতি সুতন্ত্র ও মৌলিক একটি বিষয় হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পায়। এরই ধারাবাহিকতায় হাদিসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থেও কিতাবুল বুয়ু বা ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায় শিরোনামে তা সংকলিত হয়। অর্থনীতি বিষয়ে বেশ কয়েকটি সুতন্ত্র ও মৌলিক গ্রন্থও রচিত হতে দেখা যায় এসময়ে। যেমন : ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ কৃত *কিতাবুল কাসব* (২০০ হিজরি মোতাবেক ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ), ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ কৃত *কিতাবুল আমওয়াল* (৩০০ হিজরি মোতাবেক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ), ইমাম মাওয়ারিদ রাহিমাহুল্লাহ কৃত *আল-আহকামুস সুলতানিয়া* (৫০০ হিজরি মোতাবেক ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

হাদিস ও মৌলিক গ্রন্থের পাশাপাশি ফিকহের কিতাবগুলোতেও তা সংকলিত হতে থাকে সমানতালে; বরং হাদিসের চেয়ে ফিকহে তা স্থান পায় আরও বিশদভাবে ও বিশেষ গুরুত্বের সাথে। ফিকহের সেসব কিতাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—*হিদায়া*, *আল-ফতোয়া আল-হিন্দিয়া*, *ফতোয়া শামি* ইত্যাদি। এ সকল গ্রন্থে লেখকগণ অর্থনীতির মৌলিক বিষয়াবলি তো বটেই, আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য এটা ঠিক—সেকালের গ্রন্থ-বিন্যাস ও বিশ্লেষণ একালের মতো ছিল না।

এছাড়া ইসলামি অর্থনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। ইসলামি খিলাফতের ইতিহাস এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এটা সেসময়ের কথা—যখন গোটা ইউরোপ সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত, অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মানবরচিত অর্থশাস্ত্র

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বহুদিন পরে, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে বস্তুবাদী ধ্যানধারণার ভিত্তিতে ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদদের হাতে রচিত হয় নতুন এক অর্থশাস্ত্র, যা ‘জেনারেল অর্থনীতি’ হিসেবে পরিচিত। এটি যেহেতু সম্পূর্ণ মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত, তাই এতে বিচ্যুতি, অসংগতি ও মতভেদের শেষ নেই। অর্থনীতির ধারণা পশ্চিমে যাওয়ার পরপরই তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা দেয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাই সেখানে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র নামে দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক মতবাদের জন্ম হয়। কালের আবর্তে পুঁজিবাদ টিকে থাকলেও সমাজতন্ত্র মতবাদটি তার মৌলিক আবেদন হারিয়ে রূপ নেয় পুঁথিগত বিদ্যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই অর্থশাস্ত্র রচনায় পশ্চিমারা মুসলিম অর্থনীতিবিদদের লেখা বইপত্র থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। এই শাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথের ব্যাপারে অভিযোগ আছে—তিনি অর্থনীতির অনেক ধারণা ইবনু খালদুন থেকে ধার করে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা হালফ করেই বলা যায়, মানবরচিত অর্থশাস্ত্রের বহু আগেই ইসলামি অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং মুসলিমরাই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে অর্থনীতির সবক দিয়েছে।

পুঁজিবাদ

বর্তমান সময়ে মানবরচিত অর্থব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত মতবাদ হলো ‘পুঁজিবাদ’ (Capitalism)। এটি নিছক একটি অর্থনৈতিক মতবাদই নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার নাম—যা নিয়ন্ত্রিত হয় সম্পূর্ণরূপে মানুষের বিবেকবুদ্ধি দিয়ে। এতে না আছে নির্ভেজাল ওহির শিক্ষা, আর না আছে ইহকালীন কল্যাণ।

পুঁজি বা ক্যাপিটাল হলো কোনো কিছু উৎপাদনের মূল। আমরা নিত্যদিন অনেক কিছু ব্যবহার করি। চাল-ডাল, তেল-গ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। এসব দ্রব্যের কোনোটা কারখানায় তৈরি, কোনোটা জমি থেকে উৎপন্ন, আবার কোনোটা খনি থেকে উত্তোলিত। এই কারখানা, জমি ও খনিই হলো উৎপাদন-মূল। এগুলোকেই বলা হয় পুঁজি বা ক্যাপিটাল। সুতরাং বলা যায়, কারখানার মালিকের পুঁজি তার কারখানা, জমিদারের পুঁজি তার জমিজমা, সুদখোর বা ব্যাংকারের পুঁজি তার টাকা।

পুঁজিবাদের মূলকথা

- » সব ধরনের উৎপাদন-যন্ত্র নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত অধিকারে থাকবে।
- » উৎপাদনের মূল লক্ষ্য মুনাফা কামানো; মানুষের প্রয়োজন বা কল্যাণ-চিন্তা এখানে আপেক্ষিক বা গৌণ।
- » উৎপাদন ও মুনাফা নিয়ন্ত্রিত হবে সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক-প্রসূত স্বার্থবাদী অর্থনীতির আলোকে।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে পারি, পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন এক অর্থনৈতিক মতবাদ, যেখানে উৎপাদন-যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে, মানুষের প্রয়োজনের পরিবর্তে মুনাফা-চিন্তা বেশি গুরুত্ব পায় এবং যা নিয়ন্ত্রিত হয় স্বার্থবাদী ধনকুবের শ্রেণির নিজস্ব চিন্তার আলোকে। এই ব্যবস্থাকে Market Economy বলেও অভিহিত করা হয়।

পুঁজিবাদের উদ্ভব

৪০০-১৩০০ খ্রিষ্টাব্দকে বলা হয় ইউরোপের মধ্যযুগ বা বর্বর যুগ। পুরো ইউরোপ



চুক্তির রুকন

কোনো বস্তুর মূল বা হাকিকত হলো উক্ত বস্তুর রুকন বা পিলার। যেমন ইসলামের রুকন পাঁচটি। এগুলো ইসলামের Pillar তথা মূলভিত্তি। একইভাবে ভবনের মূলভিত্তি হলো তার ফাউন্ডেশন। তবে মনে রাখতে হবে, প্রায় সব জিনিসের রুকনই অস্তিত্বে আসার জন্য আরও কিছু জিনিস বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। যেমন সালাতের জন্য ওজুর প্রয়োজন। ভবনের জন্য ছাদ ও দেয়ালের প্রয়োজন। ঠিক একইভাবে চুক্তির বিশেষ রুকন আছে।

হানাফি ফকিহগণের মতে, প্রতিটি জিনিসের রুকনই তার মূল। আর রুকনকে প্রকাশ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা হলো শর্ত। যেমন মানবদেহের মূল হলো রুহ, এটা রুকন। তবে এটাকে প্রকাশ করার জন্য দেহের প্রয়োজন। তাই দেহ হলো শর্ত।

এই ব্যাপারে অন্যান্য মাজহাবের ফকিহগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে রুহ যেমন রুকন, তেমনই রুহের অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য যা কিছু দরকার সেগুলোও রুকনেরই অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে চুক্তির রুকন মোট তিনটি—এক. চুক্তির পক্ষদ্বয়। দুই. পণ্য ও মূল্য। তিন. ইজাব-কবুল।^[১] অর্থাৎ তারা শর্তকে রুকন থেকে আলাদা করেননি।

যাইহোক, এটি কেবল একটি পরিভাষাগত মতভিন্নতা। বাস্তবে এটার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই।^[২]

অপরদিকে হানাফি ফকিহগণ বলেন, চুক্তির রুকন হলো প্রকাশভঙ্গি,^[৩] যার মাধ্যমে

[১] আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃষ্ঠা : ২৯৩০

[২] আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃষ্ঠা : ২৯৩১

[৩] الصيغة أو التعبير

উভয় পক্ষ তাদের সম্মতির কথা ব্যক্ত করে—কথায় বা কর্মে। আরবিতে এটাকে বলে ইজাব-কবুল। এ দুটিই চুক্তির মূল রুকন।^[১] এছাড়া চুক্তির অন্য যেসব উপাদান রয়েছে—যেমন : পণ্য ও মূল্য এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা—এগুলো রুকন নয়, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যমান্য শর্ত।

সারকথা, ইসলামি অর্থনীতিতে একটি Contract বা চুক্তির মোট ৫টি মূল উপাদান রয়েছে। যেমন—

১. ইজাব (Offer)
২. কবুল (Acceptance)
৩. চুক্তির পক্ষদ্বয় (Contracting Parties)
৪. চুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র (Characteristics of the Subject Matter)
৫. চুক্তির উদ্দেশ্য^[২] (Objective of the Contract)

ইজাব-কবুল

এ দুটিকে চুক্তির প্রকাশভঙ্গি বলে, যার মাধ্যমে উভয় পক্ষ তাদের সন্তুষ্টির কথা ভাষায় বা আচরণে ব্যক্ত করে থাকে। ইংরেজিতে একে বলা হয় The Form of Contract। এ দুটিই চুক্তির মূল রুকন বা উপাদান।^[৩] সামনে বিস্তারিত আসছে, ইনশাআল্লাহ।

চুক্তির পক্ষদ্বয়

যেকোনো চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকা জরুরি। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে সেই দুটি পক্ষ হলো—ক্রেতা ও বিক্রেতা। যারা ক্রেতা-বিক্রেতা হবে, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে—

[১] আল-মাদখালুল ফিকহি আল-আম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৮

[২] উক্ত ছয়টি উপাদানকে একেকজন একেকভাবে ব্যক্ত করেছেন। শাইখ মুস্তফা যারকা রাহিমাহুল্লাহ ব্যক্ত করেছেন এভাবে—‘চুক্তির মূল উপাদান মোট চারটি। যেমন : ১. ক্রেতা-বিক্রেতা। ২. পণ্য। ৩. চুক্তির বিষয়বস্তু। ৪. রুকন।’ [আল-মাদখালুল ফিকহি আল-আম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৩]

শাইখ ওয়াহবা যুহাইলি রাহিমাহুল্লাহ ব্যক্ত করেছেন এভাবে—‘আনাছিরে আকদ (চুক্তির মূল উপাদান) মোট চারটি। যেমন : ১. আকদের বচন বা সিগাহ। ২. ক্রেতা-বিক্রেতা। ৩. আকদের মহল। ৪. আকদের মাওয়ু। [আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃষ্ঠা : ২৯৩২]

[৩] আল-মাদখালুল ফিকহি আল-আম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৮

১. প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা আলাদা পক্ষ হতে হবে

আর্থিক চুক্তি শূন্য হওয়ার প্রধান একটি শর্ত হলো, দুপক্ষ মিলে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। সুতরাং একপক্ষ বা একই ব্যক্তি চুক্তির প্রধান দুটি কাজ অর্থাৎ ইজাব-কবুল আঞ্জাম দিতে পারবে না। কারণ এটি Conflict of Interest বা স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অনিবার্য করে তোলে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সহজ হবে।

ধরুন, রাইহান তার একটি ঘড়ি বিক্রির জন্য উমারকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঘড়িটি উমারেরই পছন্দ হয়ে গেল এবং যথারীতি সে ঘড়িটি ক্রয় করবে বলে ঠিক করল। কিন্তু রাইহানের বিক্রয়-প্রতিনিধি হয়ে নিজেই এখন আবার তার ক্রেতা হতে পারবে না।^[১] কারণ এখানে একই ব্যক্তি মালিকের দিক থেকে বিক্রেতা-প্রতিনিধি হচ্ছে, আবার খরিদদার হিসেবে নিজেই মূল ক্রেতা হচ্ছে। ফলে একই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠছে। এজন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে দুটি পক্ষ আলাদা হওয়া জরুরি।

২. চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের চুক্তির যোগ্যতা থাকা

একে Capacity to Contract বলে। ইসলামি আইনে Capacity বা যোগ্যতা দ্বারা দুটি বিষয় উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে—এক. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া। দুই. অন্তত (الصبي المتميز) সুবোধ শিশু হওয়া।

সুতরাং অবুঝ শিশুর চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। পাগলের চুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, মুসলিম হওয়া চুক্তির যোগ্যতার জন্য শর্ত নয়।

সুবোধ শিশু

কেনাবেচায় ‘সুবোধ শিশু’ বলতে বোঝানো হয়, শিশুর ন্যূনতম এতটুকু বয়স বা বোধ হওয়া—যার আলোকে সে নিজের লাভ-ক্ষতিটুকু মোটামুটি বুঝতে পারে। যেমন বিক্রয় করা মানে কোনো কিছু হাতছাড়া করা। ক্রয় করা মানে কোনো কিছুর মালিক হওয়া।

কেউ কেউ এর সাথে এটাও যুক্ত করেছেন—লাভ বুঝতে পারা। কোনটা হালকা

[১] এ শর্তের কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন, পিতা তার ছোট অবুঝ সন্তানের সম্পদ নিজের জন্য ক্রয় করতে পারে। [ফিকহুল বুয়ু, পৃষ্ঠা : ১৮৩] শাইখ মুস্তফা যারকা এমন ব্যতিক্রম ক্ষেত্র তিনটি উল্লেখ করেছেন। যেমন—১. বিচারক তার দায়িত্বের ভিত্তিতে একজন এতিমের সম্পদ অন্য এতিমের কাছে বিক্রয় করা। ২. পিতা কর্তৃক নিযুক্ত ওসি (দায়িত্বশীল) তার কোনো সম্পদ এতিমের কাছে বিক্রয় করা। ৩. পিতা তার ছোট অবুঝ ছেলের কাছে তার কোনো সম্পদ বিক্রয় করা। [কিতাবু আকদিল বাই, পৃষ্ঠা : ২৮]



প্রচলিত ভোক্তা অধিকার আইন বনাম ইসলামি ভোক্তা অধিকার আইন

ইসলামি অর্থনীতির একটি সুন্দরতম দিক হলো ভোক্তা অধিকার আইন। সমাজের সবাই ভোক্তা। যারা ব্যবসা করে, তারাও এই শ্রেণির বাইরে নয়। কারণ ব্যবসায়িক কাজেকর্মে তাদেরকেও নানাভাবে ভোক্তা হতে হয়। সুতরাং ভোক্তারা যদি ইনসাফ পায়, তাহলে গোটা সমাজেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে লক্ষ করেই ইসলাম ভোক্তাদের অধিকারের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ফকিহগণও তাই যুগ-পরম্পরায় ফিকহের গ্রন্থাবলিতে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করে আসছেন। তাদের সেসব আলোচনা এতই বিশদ আর গভীর—সেগুলো একত্র করতে গেলে বিশাল কলেবরের এনসাইক্লোপিডিয়া হয়ে যাবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকাশ লাভের অনেক আগেই মুসলিম ফকিহগণ তাদের এই বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবেও স্বীকৃত হয়েছে তাদের এই প্রচেষ্টা। এর অনেক পরে পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে খণ্ডিত ও ত্রুটিপূর্ণ কিছু নীতিমালা তৈরি করেছেন। সেগুলো আরও খণ্ডিত হয়ে স্থান পেয়েছে আমাদের দেশের ভোক্তা আইনে। আমাদের দেশে ২০০৯ সালে সর্বপ্রথম এ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। আইনটির নাম : The Consumer Right Protection Act 2009 বা ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’। ৬ এপ্রিল, ২০০৯ থেকে আইনটি কার্যকর হয়। এর বাংলা সংস্করণ মোট ৮২টি ধারায় বিভক্ত। অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান আইনটির ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ সংকলন করেছেন।^[১]

[১] প্রকাশ থাকে যে, আমাদের দেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের আগে থেকে Consumers

ইসলামে ভোক্তা অধিকার আইন

ইসলামে ভোক্তা অধিকার আইনের অধিকাংশই আলোচিত হয়েছে খিয়ারাতের অধীনে। ‘খিয়ারাত’ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন ‘খিয়ার।’ অর্থ—ইচ্ছা, সুধীনতা, অধিকার। পরিভাষায় এ শব্দটি ভোক্তা, ক্রেতা ও সেবাগ্রহীতার বিশেষ এক অধিকার বোঝায়—যে অধিকারবলে সে চুক্তি বহাল রাখতে পারে, পণ্য ফিরিয়ে দিতে পারে, আবার চাইলে ক্ষেত্রবিশেষে পণ্য রেখে ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারে।^[১]

প্রচলিত আইনে একেই বলে ‘ভোক্তা অধিকার’ (The Consumer Rights Law)। আধুনিক ভাষায় খিয়ারাতকে আমরা বলতে পারি—The Consumer Rights Law in Islam.

মানবরচিত ভোক্তা অধিকার আইন : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলাম এক কল্যাণধর্মী দ্বীন। এতে মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এর প্রতিটি আইন ও বিধানে মানুষের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সেইসাথে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সাম্য ও ইনসাফ। ক্রেতা ও বিক্রেতার নানাবিধ অধিকার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য এতটা ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা পৃথিবীর অন্য কোনো আইনে পাওয়া যাবে না। এটা এক জলজ্যান্ত বাস্তবতা। আমাদের এই আলোচনা থেকে তা সম্যকরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

যদি কিছুদিনের জন্যও পরীক্ষামূলকভাবে ইসলামের বাতলে দেওয়া ভোক্তা অধিকার আইন আমাদের দেশে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে হলফ করে বলা যায়, ওই অল্প কদিনেই আমাদের দেশে ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। এরকম দৃষ্টান্ত সালাফের যুগে ছিল। এখন তা সুপ্ন। সেই সুপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অন্তত ব্যক্তিগতভাবে হলেও ইসলামি অর্থনীতি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চর্চা করতে হবে। নিচে মানবরচিত ভোক্তা অধিকার আইন ও ইসলামি ভোক্তা অধিকার আইনের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো—

[ভোক্তা] প্রচলিত আইনে যে ব্যক্তি বাকিতে বা কিস্তিতে কোনো পণ্য বা সেবা

Association of Bangladesh (CAB) নামক একটি সংগঠন ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে আসছে। আলোচিত আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংগঠনটির ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। তবে বর্তমানে সংগঠনটির তৎপরতা খুব একটা চোখে পড়ে না।—জনাব ইকতেদার আহমাদ; সাবেক জজ, সংবিধান ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক, দৈনিক নয়া দিগন্ত, উপসম্পাদকীয় লেখা, ১১ আগস্ট ২০২০

[১] আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃষ্ঠা : ৩৫১৬

নিজের জন্য অথবা তার নিয়োগকর্তাদের জন্য ক্রয় করে কিংবা ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে, সেই ভোক্তা। সহজ কথায়, যে ভোগ করে অথবা দায়িত্ব নিয়ে অন্যের ভোগের ব্যবস্থা করে, তাকেই ভোক্তা বলে।

» ক্রেতার সম্মতিক্রমে ক্রয়কৃত পণ্য কেউ ব্যবহার করলে তিনিও ভোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

» যে ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের জন্য নিজ ব্যবস্থাপনায় কোনো কিছু ক্রয় করে তা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে, সেও ভোক্তা।

» কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কিছু ক্রয় করার পর পুনরায় বিক্রি করে দেয় অথবা সরাসরি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করে, সে ভোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

» বিনামূল্যে প্রদেয় সেবার বিপরীতে ভোক্তা অধিকার সৃষ্টি হয় না।^[১]

এখানে দেখা যাচ্ছে, ভোক্তা বলতে কেবল ক্রেতাকে বোঝানো হয়েছে, তাও আবার সকল ক্রেতাকে নয়—বিশেষ শ্রেণির ক্রেতাকে। অপরদিকে ইসলামে ভোক্তার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ভোক্তা বলতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই বোঝায়। কারণ ক্রেতা পণ্য ভোগকারী আর বিক্রেতা মূল্য ভোগকারী। উভয়ের অধিকারই ইসলামে সীকৃত ও সুরক্ষিত।

মানবরচিত আইন যেখানে কেবল ক্রেতা নামক বিশেষ শ্রেণির ভোক্তার অধিকারের কথা বলেছে, সেখানে আজ থেকে অনেক বছর আগেই ইসলাম ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সকল শ্রেণির ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করেছে—ক্রেতা সেটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ক্রয় করুক অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে। খিয়ারাতের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব, ইসলাম ক্রেতার পাশাপাশি কীভাবে বিক্রেতার অধিকারের কথাও ব্যক্ত করেছে।

[শাস্তি] মানবরচিত আইনে ভেজাল পণ্য বিক্রয়, ওজনে কারচুপি, অধিক মূল্যে বিক্রয় এবং মিথ্যা বিবরণ বা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাকে প্রতারণা করার শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড কিংবা আর্থিক জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া জরিমানার ২৫ % অভিযোগকারীকে দেওয়ার কথাও বলা আছে সেখানে। (দেখুন—ধারা ২৬৭ (দণ্ডবিধি), ৪০, ৪১, ৪৪ (ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯))

আইনটিতে ফৌজদারি প্রতিকারের পাশাপাশি দেওয়ানি প্রতিকারের কথাও বলা হয়েছে। দেওয়ানি প্রতিকারের ক্ষেত্রে যুগ্ম জেলা জজ আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দেওয়ানি মামলায় প্রতিকার প্রদানের সময় আদালত ত্রুটিপূর্ণ পণ্য প্রতিস্থাপন

[১] ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, পৃষ্ঠা : ৮, ১৩